সংবাদ

10 APR 2008

াঠ্যসূচিতে সেক্স এডুকেশন বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি এখন সময়ের দাবি

ী গুহ রায়

তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। একদিন স্কুলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বন্ধুদের সঙ্গে ও অংশ নিয়েছিলাম। এমন সময় হঠাৎ বয়ঃসন্ধিকালের প্রথম ধাপের সঙ্গে ত হই। কোনরকম অভিজ্ঞতা বা শানা না থাকায় এতটাই ঘাবড়ে লাম যে, স্কুলের একটা গাছের গোড়ায় অবিরাম কাঁদছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমার আমাকে বের করে নিয়ে আসে। বাসায় ও সহজভাবে মাকে বিষয়টি জানাতে লাম না। আমার বড় কোন বোন নেই, সে সময় এতটা সচেতনও ছিলাম না। সেই অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত। কথাগুলো য়ছেন যশোরের একটি বেসরকারি ানে কর্মরত তামান্না তাবাসসুম (২৯)।

ানায় একটি স্থানীয় পত্রিকায় কর্মরত সাঈদা আক্তার মিলি (২৬)। এটি তার নাম নয়। তিনি জানান, তার একটু দেরি ১৬ বছর বয়সে ঋতুস্রাব শুরু হয়। কিন্তু ধারণা না থাকায় এবং স্বাস্থ্যসম্মত গুলো সম্পর্কে বাড়ির বড়দের ভাল শানা না থাকায় তাকে সেই আগের উপায়েই (পুরনো কাপড়) চলতে হয়। ারও জানান, তার বাড়িতে সে সময় যে গৃহকর্মে সহায়তা করত সে মিলির বয়সে সামান্য বড় ছিল। বয়ঃসন্ধিকালের দিকের ওই সময়টিতে মিলিকে সেই ই প্রথম ধারণা দেয়। কিন্তু তার কাছ পাওয়া ধারণা মিলির জন্য ক্ষতিকারক ার কারণে মিলি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন।

পসী সাহা (২৭), এটা তার আসল নাম একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ী শিক্ষিকা। তিনি বললেন, আমাদের এমন কোন মেয়েই হয়তো খুঁজে পাওয়া না যে রাস্তাঘাটে একবার হলেও ভিড়ের মেলায়, অথবা অন্য যে কোনভাবেই এবিউজ বা হয়রানির শিকার হয়নি। মনে করেন, অবশ্যই নৈতিকতাবোধের এবং সঠিক শিক্ষা না থাকাই এই অবস্থা জন্য দায়ী। পারিবারিক শিক্ষার াশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হওয়া ।

ক কর্মকর্তা রশিদুল আলম সুমন (২৯) আমরা যখন নবম শ্রেণীতে উঠলাম সেই ই আমাদের বয়ঃসন্ধিকালের শুরু। কিন্তু র মতো আমরা অসহায় বোধ করতাম ামাদের সেই সময় অন্যরকম একটা চ কাজ করতে শুরু করে। আর প্রতিটা ইঁচড়ে পাকা কিছু ছাত্র থাকে। তারাই ছেলেদের বিভিন্ন বিষয় শেখায়। তিনি , বিজ্ঞান বইয়ে তেমন কিছুই ছিল না, নবদেহ ও প্রজনন নিয়ে একটি অধ্যায় আমরা সেটাই খুব আগ্রহ নিয়ে পড়তাম। য়েদের পাঠ্য গার্হস্থ অর্থনীতি বইয়ের অধ্যায় বন্ধুরা মিলে গোল হয়ে বসে । সেই সময় থেকেই শরীরকেন্দ্রিক ম বই লুকিয়ে পড়তাম। তিনি আরও ভুল ব্যাখ্যা, ভুল তথ্য এবং নিষিদ্ধ প্রতি কৌতূহলবশত তার অনেক বন্ধুই ম অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে, এর ারীরের অনেক ক্ষতিও হয়। এমনকি কেই আবার ডাক্তারের কাছেও যেতে াদকের সঙ্গে পরিচয়ের সূচনা হয় ওই বয়স থেকেই।

এ প্রসঙ্গে কথা হয় নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ ২য় বর্ষের চতুর্থ সেমিস্টারের ছাত্রী মাহবুবা সুলতানা মনির সঙ্গে। মনি বললেন, আসলে আমাদের পুরো পাঠ্যসূচিটাই অসম্পূর্ণ মনে হয়। সেক্স এডুকেশনের বিষয়টির একদম শুরু থেকেই পরিবারের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাউন্সেলিং প্রয়োজন। আমার মা টিভিতে যখন কোন চ্যানেলে এইডসের বিজ্ঞাপন দেখায় তখন অন্য চ্যানেলে চলে যায়। ওখানে তো শুধু দৈহিক সম্পর্ক নয় আরও অন্যান্য বিষয়গুলো আছে। সেসব জানার জন্যই তো বিজ্ঞাপন। আবার ছোট ভাইটাও জন্মবিরতিকরণ পিল এবং কনডমের বিজ্ঞাপনের প্রচার শুরু হলে অন্য চ্যানেলে চলে যায়। আমিও স্যানিটারি ন্যাপকিনের বিজ্ঞাপন দেখলে দ্রুত চ্যানেল বদলাই। মনি আরও বললেন, তার অনেক বন্ধুই নিছক কৌতূহলের বশে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই এডাল্ট সিনেমা দেখার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অনেকেই পর্নো পত্রিকা আনত। মনি মনে করেন, যদি নারী ও পুরুষের জৈবিক সম্পর্ক নিয়ে কিছুটা হলেও পড়ানো হয় তাহলে হয়ত বিকৃত কৌতূহল অনেকটাই কমে যাবে। কোন পণ্য বিক্রির জন্য প্রতিষ্ঠান যেমন কাস্টমার তৈরি করে ঠিক সেভাবে প্রচার এবং সচেতনতা বাড়ালে সেক্স এডুকেশনের বিষয়টি গ্রহণ করা সহজ হবে।

একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত দিনা আফরোজ (৩৮) বললেন, পাঠ্যবইতে সেক্স এডুকেশনের বিষয়টি শুধু অন্তর্ভুক্ত করা নয়, পড়াতেও হবে। কারণ আমাদের অষ্টম শ্রেণীর বইয়ে মেয়েদের ঋতুচক্র নিয়ে একটা অধ্যায় ছিল। কিন্তু সেটা তো ক্লাসে শিক্ষকরা পড়াতেন না। বলতেন, বাড়িতে পড়ে নিও। দিনার এই মন্তব্য সমর্থন করেছেন ভোরের কাগজে কর্মরত ঝর্ণামনি, লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত সেবিকা দেবনাথ এবং মাস্টার্সের ছাত্রী নূরনাহার শান্ত। আলাদা আলাদা জেলায় ভিন্ন স্কুলে পড়ালেখা করলেও চারজনেরই একই মত।

এমন সব অভিযোগ স্বীকার করে অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা নাদিরা বেগম বললেন, পরিবেশ তৈরি হয়নি বলেই পাঠ্যবইতে থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকরা সেক্স এডুকেশনের বিষয়টি শ্রেণীতে পড়াতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। আর আমরা ছাত্রীদের সঙ্গে ততটা সহজও হতে পারি না। তিনি বললেন, একজন মা হলেন বড় শিক্ষক। আর এ সব বিষয় প্রাকৃতিক নিয়মের মতো। বড় বোন, নিকট আত্মীয় এবং মায়ের কাছ থেকেই মেয়েরা নিজেদের শরীরের পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে জেনে নেয়। আমরা ক্লাসে পড়াতে না পারলেও মেয়েরা ঠিকই পড়ে নেয়। তবে বর্তমানে মিডিয়ার ব্যাপক প্রচার, ইন্টারনেট, প্রভৃতি সুবিধা থাকায় শহরের ছেলেমেয়েরা অনেক বিষয়ই জানতে পারছে। কিন্তু আমাদের মূল জায়গা গ্রামে, একটু নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত এলাকার ছেলেমেয়েরা জানত পারছে না। গ্রামের সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেশি করে জোর দেয়া প্রয়োজন। তিনি মনে করেন, ছেলেমেয়েদের মধ্যে সহজ, স্বাভাবিক সম্পর্ক, নৈতিক শিক্ষা, মানসিকতার পরিবর্তন আনতে পরিবেশ তৈরি যেমন প্রয়োজন, তেমনি পাঠ্যপুস্তকেও সেক্স এডুকেশনের বিষয়টি আরও বিশদভাবে অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। আর একটি বিষয় অবশ্যই জরুরি তা হলো শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

কবি নজরুল সরকারি কলেজের ভূগোল বিষয়ের প্রভাষক কেয়া বালা বললেন, ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই ১২ থেকে ১৩ বছর বয়স থেকেই যৌন বিষয়ক শিক্ষা দেয়া শুরু করা যেতে পারে। সংকীর্ণ মানসিকতা ত্যাগ করে পরিবারকেও এগিয়ে আসতে হবে। তিনি মনে করেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান, কলা এবং বাণিজ্য তিনটি বিভাগের জন্যই সেক্স এডুকেশনের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ এবং গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এএসএম আতিকুর রহমান বললেন, সেক্স এডুকেশন না বলে আমরা বিষয়টিকে প্রজনন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বলতে পারি। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ষণের কলঙ্কজনক অধ্যায় ১৯৯৬ সালের মানিকের ঘটনাটির কথা উল্লেখ করে বললেন, এটিও শিক্ষার অভাব। প্রকৃত শিক্ষা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। আমাদের সংস্কৃতিতে গোপন করে রাখার প্রবণতা অনেক বেশি। তার মতে, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সেক্স এডুকেশনের বিষয়টি পড়ানোর ব্যবস্থা থাকলে একটা ধারাবাহিকতা থাকবে।

তবে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার সময় অবশ্যই আমাদের সংস্কৃতি এবং ধর্মের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। নারীবান্ধব হতে হবে। ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই আধুনিক প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের মধ্যে একটি খারাপ ধারণা আছে তা হলো, গৃহ ও পরিবার ব্যবস্থাপনা বিষয়টি যেন শুধুই মেয়েদের জন্য। আমাদের এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্যই বাধ্যতামূলক করতে হবে। দুটি বিষয়কে একত্রিত করে প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে বলে তিনি মতামত দেন।

সুজনের (সুশাসনের জন্য নাগরিক) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, তথ্য জানা অবশ্যই আমাদের অধিকার। তথ্যের মাধ্যমেই সঠিক পথ চেনা যায়। সেক্স এডুকেশনের বিষয়ে আমাদের পরিবারগুলো অনুকূলে নয়, গতানুগতিক। পরিবারে অধিকাংশই বন্ধু মনোভাবাপন্ন হয় না। অন্যদিকে আমাদের শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের এক রকমের অন্ধ আনুগত্য থাকে। তাই যৌন শিক্ষার বিষয়টি অবশ্যই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাহলে শিক্ষকদের দেয়া তথ্য থেকেই ছাত্ররা সঠিক পথ চিনে নিতে পারবে। তিনি মনে করেন, যে বয়স থেকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কৌতূহলের জন্ম হয় সেই বয়স থেকেই যৌন শিক্ষার বিষয়টি শুরু করা যেতে পারে।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ পাঠ্যসূচিতে সেক্স এডুকেশনের বিষয়টির অন্তর্ভুক্তিকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে কীভাবে সিলেবাস তৈরি এবং তা প্রণয়ন করা যায়। সেসঙ্গে পদ্ধতি, পরিবেশ এবং কোন শ্রেণীতে কি পড়ানো হবে সেই সব বিষয় পর্যবেক্ষণ করে সামগ্রিক প্রস্তুতি নিলে তবেই উদ্যোগ সফল হবে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সবাই সচেতন হবে।

নিউজ নেটওয়ার্ক